সফল ব্যবসায়ীর গুনাবলী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

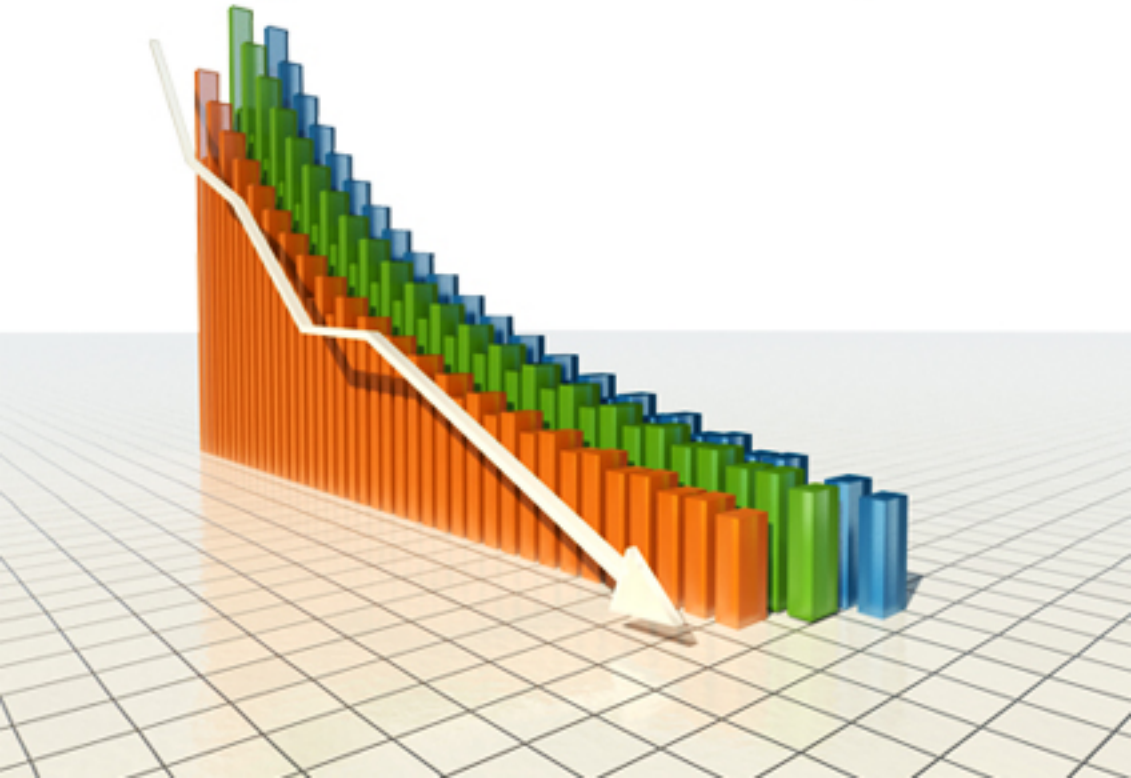

সফল ব্যবসায়ীর গুনাবলী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে (ব্যক্তি) কোরআন পড়লো এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করলো, অতঃপর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো, তারপর আপন প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তবে সে মঙ্গলকে সেটার জায়গা থেকে তালাশ করে নিলো।"

(শুয়াবুল ঈমান, লিল বায়হাকী, ২/৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৮৪)

বির্দ লব হার দম দরূদে পাক হো,
ইয়া শাহে আরব ও আযম! করদো করম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পা করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পা করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সফল ব্যবসার গোপন তথ্য!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ধর্ম এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর হুকুম প্রতিফলিত রয়েছে। এই কারণে যেমনি ভাবে ইসলাম আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিখায়, তেমনি ভাবে কার্যাবলীর ব্যাপারেও পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শণ করে। যেন জীবনের কোন ক্ষেত্র অপরিপূর্ণ থেকে না যায় এবং মুসলমান কোন আমলের মধ্যে ইসলাম ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী না থাকে। সম্পদ উপার্জনের কিছু পদ্ধতি জায়িয আর কিছু পদ্ধতি নাজায়িয। হালাল রিযিক উপার্জনের জন্য জায়িয নাজায়িযের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা করুরী। জায়িয পদ্ধতির উপর আমল করবে আর নাজায়িয পদ্ধতি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে। আজকের বয়ানের মধ্যে "সফল ব্যবসায়ী" শিরোনামের অধিনে অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হবে। সর্বপ্রথম সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পবিত্র জীবনের সুবাসিত সুগন্ধময় ফুলের ব্যাপারে কিছু শুনা, অতঃপর ব্যবসার মধ্যে সফলতার জন্য তাঁর সুউচ্চ বাণী শুনে প্রশিক্ষণের মাদানী ফুল নির্বাচন করার চেষ্টা করবো।

সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরিচিতিঃ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কারামাতে সাহাবা" এর ১২০ পৃষ্ঠায় শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পরিচিতি কিছুটা এইভাবে বর্ণনা করেন; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফী হযরত সায়্যিদাতুনা সুফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পুত্র। এজন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফাত ভাই এবং হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ভাতিজা। আর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জামাতা।

www.dawateislami.net

তিনিও رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আশারায়ে মুবাশ্‌শারা অর্থাৎ ঐ দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মধ্য থেকে একজন। যাদেরকে **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। (কারামাতে সাহাবা, ১২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে তাঁর সফল ব্যবসায়ী হওয়ার গোপন তথ্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি কখনো কোন জিনিস না দেখে ক্রয় করিনি এবং অল্প লাভকে ছেড়ে দিইনি, আর **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে চান বরকতে পরিপূর্ণ করেন।

(আল ইসতিয়াব, ৮১১ অধ্যায়, ২য় খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, যখন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে তাঁর ব্যবসার সফলতার গোপন তথ্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কতো সুন্দর মাদানী ফুল বর্ণনা করলেন এবং তারপর শেষে এটাও বললেন যে, এতে আমার কোন যোগ্যতা নেই বরং **আল্লাহ্ তাআলা** যাকে চান তাকে বরকত দিয়ে পরিপূর্ণ করেন। এর থেকে খুব ভালোভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের ব্যবসার ধরণ ও উপার্জনের ধরণ কি পরিমাণ উচ্চ ছিলো।

তাঁর আমানতদারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এইভাবে সব দিক দিয়ে তাঁর উদাহরণ তিনি নিজেই ছিলেন। কিন্তু বিশেষ করে ব্যবসার মধ্যে তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারী অন্যান্য লোকদের জন্য অনুসরনীয় ও ঈর্ষার কারণ ছিলো।

এই জুমাদিউল আখিরের পবিত্র মাসে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ওফাত হয়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ওরশের প্রতি সম্পর্ক রেখে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আলোচনা শুনবো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যেহেতু এক আমানতদার ও সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন, ব্যবসা সম্পর্কিত **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে কি কি কল্যাণ দান করেছেন তাও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই আমানতদার ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি, হযরত সায়্যিদুনা মিকদাদ, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا সহ অন্যান্য সাত মহান মর্যাদাশীল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আমানদারীর কারণে তাঁরা তাঁদের পর তাঁকে তাঁদের সম্পদের অভিভাবক নির্ধারণ করেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই আমানতদারীর সাথে তাঁদের সম্পদের হিফাযত করতেন এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য নিজের উপার্জন থেকে খরচ করতেন।

(মদীনার ইতিহাস, দামেস্ক, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, ১৮তম খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন উদাহরণস্বরূপ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বা এর আগের নেককার লোকেরা ব্যক্তিগত কার্যাবলী এবং ব্যবসার মধ্যে সত্যতা, আমানত, ন্যায়পরায়ণতা, তাকওয়া, পরহেযগারী, দয়া, কল্যাণ, ইছার ও হিতাকাঙ্ক্ষীতাকে নিজের করে ইসলাম প্রদত্ত ব্যবসার নিময় কানুনের উপর অধিষ্ঠিত থাকতেন। এই কারণে তাঁদের পবিত্র সময়ে মুসলমানগণ সুখী ছিলেন। কিন্তু আজ জুলুম, অন্যায়, মিথ্যা, ধোকাবাজী, স্বার্থপরতা, সূদ প্রথার মতো বিষয়াবলী মুসলমানদের চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সে ছাড়া যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** রক্ষা করেন। বিভিন্ন ধরণের মন্দ বিষয়াবলীর কারণে এখন ব্যবসায়ীক অবস্থা ভালো নেই। যদি আমরা! কোরআন ও হাদীসের বর্ণিত নিয়ম কানুনের উপর আমল করে রিযিক অর্জন করি, ইসলামী ব্যবসার কর্মকাণ্ড শিখি ও আমল করি, ব্যবসার কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমাদের বুযুর্গদের অনুসরণ করি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ইসলামী সমাজের মধ্যে চমৎকার পরিবর্তন আসবে এবং মুসলমান পূনরায় সুখী হয়ে যাবে। আর সব থেকে বড় এটাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি ও খুশীর অর্জন হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জীবিকার উৎস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতের মধ্যে রোজগার ও ব্যবসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন, আসুন! এর সারাংশ শুনি; মানুষের প্রয়োজনীয়তা যত বেশি, তা অর্জন করাটা ততটাই কঠিন। যদি কোন ব্যক্তি তার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার জন্য একাই কাজ করতে বসে যায়, উদাহরণস্বরূপ- ক্ষেত-খামার করে তারপর সবজী নিজেই কাটে, কাপড় বুনে নিজেই সেলাই করে, তবে হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং নিজের জীবনের দিনগুলো সহজে অতিবাহিত করতে পারবে না। এই জন্য এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** হিকমত রয়েছে যে, **তিনি** সকল মানুষকে বিভিন্ন শাখায় ও বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যেন প্রত্যেক দল যে যার কাজ করবে এবং সব দল থেকে সকল লোকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয়। উদাহরণস্বরূপ- কেউ কৃষি কাজ করে, কেউ কাপড় তৈরী করে, কেউ নিজ হাত দিয়ে অন্যের কাজ করে। যেভাবে কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে কাপড় প্রস্তুতকারীর শাক-সবজী ইত্যাদি নেওয়ার জন্য কৃষকের মুখাপেক্ষী হতে হয়, প্রত্যেককে একে অপরের প্রয়োজন হয়। এজন্য এই প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয় যে, প্রত্যেকের বস্তু যাতে অন্যের কাছে পৌঁছে যায়, যেন সকলের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়ে যায়, আর কাজের মধ্যেও কাঠিন্যতা না হয়। এখান থেকেই কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা শুরু হলো আর ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি সব ধরণের কার্যাবলী অস্থিত্বে এসেছে।

(বাহারে শরীয়াত, ২/৬০৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ব্যবসা বা বেচা-কেনা একটি ভালো ও জায়িয কাজ। এজন্য আমাদের **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একে অপরের নিকট বেচা-কেনা করতেন এবং কাপড় ইত্যাদির ব্যবসা করতেন। আর এমনিভাবে তাঁদের পর ওলামা ও সালেহিনে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام (অর্থাৎ নেককার লোকগণও) ব্যবসা করতেন। কিন্তু কখনো ইসলাম প্রদত্ত ব্যবসায়ীক পদ্ধতি থেকে সরে যেতেন না।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা ৫ম পারার সূরা নিসার ২৯নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করোনা। কিন্তু এ যেকোন ব্যবসা তোমাদের পারস্পরিক রেযামন্দিতে হয়।

(পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ২৯)

ইমাম আমহদ বিন হাজর মক্কী হায়তমী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ব্যবসা ঐ পদ্ধতিতেই জায়েয হবে যখন উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে হয়। আর সন্তুষ্টি তখনি অর্জিত হতে পারে, যখন সেখানে কোন ভাল ও খারাপ মিশ্রণ ও ধোঁকা হবে না। এজন্য যে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি, নিজের দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা, এমনকি মানবতা ও সম্মান চায়, তার উচিৎ যে, নিজের দ্বীনের জন্য চেষ্টা করে এবং ঐ ধোঁকা ও ভাল এবং মন্দের মিশ্রণের উপর গঠিত কোন বিষয় অবলম্বন না করে। **(আল যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ৫২০ পৃষ্ঠা)**

এ মিলাওয়াট করনে ওয়ালে মান যা, খওফ কর ভাই আযাবে নার কা।
ছোড় দো এ তাজিরো! কম তোল না, ঝুট ছোড়ো বেচনে মেঁ বোল না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! জায়িয পদ্ধতিতে উপার্জন ও ব্যবসার মাধ্যমে আপন পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদির জন্য হালাল রিযিকের অন্বেষণ ও তার অর্জন মানুষের জন্য আবশ্যক এবং কোরআনে পাকের মধ্যে হালাল রিযিক অন্বেষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বরং **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** অনুগ্রহের ব্যাখ্যা দিয়ে সেটার অন্বেষণ অব্যাহত রাখার উৎসাহ ও হুকুমও প্রদান করেন। অতঃপর ৩০তম পারা, সূরা নাবা-র ১১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿۱۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং দিনকে রোজগারের জন্য বানিয়েছি। (পারা- ৩০, সূরা- নাবা, আয়াত- ১১)

অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তখন ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করো। (পারা- ২৮, সূরা- জুমুআ, আয়াত- ১০)

রিযিক অন্বেষণের মহানত্ব

হযরত সায়্যিদুনা কা'ব বিন উজরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুল রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সাথে অবস্থান করছিলেন। এতটুকুর মধ্যে এক যুবক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এক শক্তিশালী ও মজবুত শরীর বিশিষ্ট যুবককে দেখে বললেন: হায়! এর যৌবন ও শক্তি যদি **আল্লাহ্‌**র রাস্তায় খরচ হতো। এতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "(১) যদি এই ব্যক্তি তার ছোট বাচ্চাদের জন্য রিযিক অন্বেষণের জন্য বের হয়, তবে সে **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় রয়েছে। (২) আর যদি এই ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য রিযিক অন্বেষণে বের হয় তবুও সে **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় রয়েছে। (৩) আর যদি সে নিজে লোকদের সামনে হাত প্রসারিত করা ও হারাম খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য রিযিকের অন্বেষণে বের হয়, তবুও সে **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় রয়েছে। (৪) অবশ্য যদি সে দেখানো বা অহংকারের জন্য বের হয়, তবে সে শয়তানের রাস্তায় রয়েছে।"

(মুজামুল আওসাত, ৫/১৩৬, হাদীস- ৬৮৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আপন মা-বাবার খিদমত ও সন্তানদের লালন-পালণের জন্য দৌড়া-দৌড়ি করার কি পরিমাণ গুরুত্ব রয়েছে যে, **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় গমনকারী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। স্মরণ রাখবেন! সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আমানদারীর সাথে হালাল ও হারামের প্রতি খেয়াল রেখে ব্যবসা,

www.dawateislami.net

চাকুরী বা পরিশ্রমকারী না শুধু **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় বরং এদের হাশরও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেককারদের সাথে হবে। এমনকি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং কাল কিয়ামতের দিন তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো হবে। আসুন! হালাল উপার্জন, ব্যবসা ও কাজ-কর্মের ফযীলত সম্বলিত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শুনি যাতে ব্যবসার গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়।

রোজগারের ফযীলতের উপর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

(১) "اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء" অর্থাৎ সত্যিকার আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বীয়া, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে হবে।"

(তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু, বাব মা-জা ফিত্ তিজার ওয়া তাসমিয়াতুন্ নবী ইয়াহুম, ৫/৩, হাদীস- ১২১৩)

(২) "اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ" অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** কাজ-কর্মকারী মু'মিনকে পছন্দ করেন।" (মুজামুল আওসাত, ৬/৩২৭, হাদীস- ৮৯৩৪)

(৩) "مَنْ اَمْسٰى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ اَمْسٰى مَغْفُوْرًا لَهٗ" অর্থাৎ যে নিজের হাতে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা করে, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে সন্ধ্যা করে।"

(মুজামুল আওসাত, ৫/৩৩৭, হাদীস- ৭৫২০)

(৪) "مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهٖ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهٖ لَقِيَ اللهَ وَوَجْهُهٗ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ" অর্থাৎ যে নিজেকে অভাব থেকে বাঁচাতে, নিজের পরিবারের জন্য দৌঁড়াদৌড়ি করতে এবং নিজ প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করার জন্য হালাল পন্থায় দুনিয়া অন্বেষণ করলো, সে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো আলোকিত হবে।" (মুসান্নফ ইবনে আবি শায়বা, কিতাবুল বুয়ু ওয়াল আকদ্বিয়াহ, বাব ফিত্ তিজারা ... শেষ, ৫/২৫৮, হাদীস- ৭)

তাজ ও তখত ও হুকুমত মত দে, কস্রতে মাল ও দৌলত মত দে।
আপনি রিযা কা দে দে মুছদা, ইয়া আল্লাহ্ মেরী ঝুলী ভর দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফল ব্যবসায়ীর গুনাবলী শুনার সাথে সাথে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আলোচনাও শুনুন:

মহান মায়ের শিক্ষার ধরণ

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আশারায়ে মুবাশ্শারার মধ্যে ৬ষ্ঠ সাহাবী। আশারায়ে মুবাশ্শারা ঐ দশজন সাহাবীকে বলা হয়, যাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। হযরত সায়্যিদাতুনা সুফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর মতো মহান মায়ের দায়িত্ববোধ প্রকাশ করে নিজের সন্তানকে খুব মাদানী প্রশিক্ষণ দেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ السَّلَام পেশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হালাল রুজি উপার্জন না শুধু একটি ফযীলতপূর্ণ আমল বরং অনেক আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ السَّلَام ছাড়াও **নবীদের সুলতান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরও প্রিয় সুন্নাত। এজন্য এটাকে সুন্নাত মনে করে গ্রহণ করা উচিৎ। আম্বীয়ায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ السَّلَام হালাল রুজির জন্য বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছিলেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত আদম عَلَیْہِ السَّلَام সর্বপ্রথম কাপড় সেলাইয়ের কাজ করতেন, তারপর ক্ষেত খামারে কাজে লেগে যান। হযরত নূহ عَلَیْہِ السَّلَام লাখড়ীর পেশা, হযরত ইদরিস عَلَیْہِ السَّلَام দর্জি, হযরত হুদ ও সালেহ عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام ব্যবসা, হযরত ইব্রাহীম ও লূত عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام ক্ষেত খামার এবং হযরত শুয়াইব عَلَیْہِ السَّلَام পশু লালন-পালন করতেন। এমনি ভাবে হযরত মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ছাগল চরাতেন, হযরত দাউদ عَلَیْہِ السَّلَام যুদ্ধে ব্যবহৃত জালী পোষাক তৈরী করতেন। হযরত সোলাইমান عَلَیْہِ السَّلَام পুরো দুনিয়ার বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও পাখা ও খেজুর পাতার ঝুড়ি তৈরী করতেন এবং আমাদের **প্রিয় আক্বা, সায়্যিদুল আম্বীয়া, আহমদে মুজতবা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ব্যবসাকে নিজের করে নেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৪/২২৮)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, হালাল রিযিকের জন্য আম্বীয়ায়ে কিরামগণও عَلَيْهِمُ السَّلَام হস্তশিল্প ও ব্যবসাকে গ্রহণ করেন। এই কথার মধ্যেতো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আম্বীয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রত্যেক প্রকারের মন্দ ও গুনাহ থেকে পবিত্র। যদি হালাল রুজি ও ব্যবসার মধ্যে মন্দের আবশ্যকতা হতো বা এটা ব্যক্তিগত ভাবে খারাপ হতো, তবে আম্বীয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام কখনো গ্রহণ করতেন না। বাস্তবতা এটাই যে, মন্দ ও খারাপ ব্যবসার মধ্যে নয়, বরং আমাদের চরিত্রে রয়েছে। যেগুলোর প্রতিরোধের জন্য শরীয়াত জায়েয ও নাজায়েয এবং হালাল ও হারামের মানডণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেন কোন মুসলমান জুলুমের শিকার না হয় এবং কারো হক নষ্ট না হয়। এজন্য যে লোক এই সমস্ত হুকুমের উপর আমল করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সফলকাম হয়। আর যে এই সব হুকুমের উপর খেয়াল না দিয়ে হালাল ও হারামের পার্থক্য ছাড়াই নফসের ইচ্ছার উপর আমল করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে অকৃতকার্য হয়।

কোন্ ধরণের পেশা উত্তম?

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর কিতাব "ইসলামী জিন্দেগী" এর মধ্যে লিখেন; বেকার থাকা বড় অপরাধ এবং নাজায়িয পেশা অবলম্বন করা এর চেয়েও বড় অপরাধ। **আল্লাহ্ তাআলা** হাত, পা ইত্যাদি কাজ করার জন্য দিয়েছেন। অনর্থক ফেলে রাখার জন্য নয়। এমনি ভাবে মনুষ্যত্বহীন পেশা মাকরূহ। যেমন- প্রয়োজনের সময় শস্য জমা করে রাখা, হারাম বস্তুর ব্যবসা হারাম, যেমন- গান-বাজনা, নাচা, চাঁদাবাজী, বাজী ধরা ইত্যাদি। মিথ্যা স্বাক্ষীর পেশা এই ধরণের মদের ব্যবসা যে, মদ বিক্রি করা, বিক্রি করানো, ক্রয় করা, ক্রয় করানো ইত্যাদি। (ইসলামী জিন্দেগী, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ব্যবসা ও সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রীতিনীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জীবনীর প্রতি দৃষ্টি দিই, তবে চর্তুদিকে তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রত্যাশির মাদানী বাহার দৃষ্টিতে পড়ে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: সাহাবায়ে কিরামগন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ব্যবসাতো করতেন কিন্তু যখন তাদের নিকট আল্লাহর হক সমূহ হতে কোন হক এসে যেতো, তখন ব্যবসা এবং বেচাঁকেনা তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। এমন কি তারা সেটা আদায় করে নিতেন। (বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, ওয়া ইজা রআও তিজারা, ২/৯) সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই ধরনের আমলকে বর্ণনা করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন:

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ সব লোক যাদেরকে অমনোযোগী করে না কোন ব্যবসা বাণিজ্য না বেঁচা কেনা আল্লাহর স্মরন থেকে এবং নামায কায়েম রাখা ও যাকাত প্রদান করা থেকে। (পারা- ১৮, সূরা- নূর, আয়াত- ৩৭)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا দেখলেন যে, বাজারের লোকেরা আযান শুনা মাত্রই ব্যবসায়িক সরঞ্জামাদি ছেড়ে দিলো আর নামাযের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। এতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলা** এ আয়াত "رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ" অবতীর্ণ করেছেন।

(মুজামুল কবীর, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ....শেষ, ৯/২২২, হাদীস- ৯০৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর মনযোগ দিন! ইসলামের প্রাথমিক যুগ কতইনা সুন্দর ও আলোকিত ছিল যে, যখন মুসলমানরা তাকওয়া ও পরহেযগারীর মূর্ত প্রতীক ছিলো।ঐ সমস্ত বুযুর্গরা হালাল উপার্জনের জন্য ব্যবসাতো করতেন কিন্তু আমানতের খিয়ানত, মিথ্যা, ও প্রতারনা ইত্যাদি থেকে নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখতেন। এই জন্য আমাদের উচিৎ আমরাও আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে শরয়ী নিয়ম কানুন অনুসারে ব্যবসা করা।

www.dawateislami.net

আসুন! হাদীসে পাকের আলোতে এই কথার বৈধতা নিই, যে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসার কি রীতিনীতি ও এক সফল ব্যবসায়ীর মধ্যে কি কি গুনাবলী হওয়া উচিৎ। যেমনিভাবে-

ব্যবসায়ী কেমন হওয়া উচিৎ?

হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায বিন জবল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **সরদারে মক্কা, সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন ঐ ব্যবসায়ীর, যে কথা বলে তো মিথ্যা বলে না। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন তাতে খিয়ানত করে না। যখন ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে না। যখন কোন জিনিস কিনে, তখন এর দোষ-ত্রুটি বের করে না। যখন কোন কিছু বিক্রি করে, তখন এর অনর্থক প্রশংসা করে না। যখন তার কাছে কারো কোন জিনিস আসে, তখন আদায় করতে অলসতা করে না এবং যখন তার কিছু জিনিস অন্যের উপর আসতো, তখন তা নেওয়ার মধ্যে কঠোরতা করতো না।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাব হিফজুল লিসান, ৪/২২১, হাদীস- ৪৮৫৮) স্মরন রাখবেন! ব্যবসা হোক বা অন্যান্য লেনদেন, কাউকে ধোঁকা দেওয়া বা মিথ্যা বলা মারাত্মক অপরাধ এবং অনেক বড় খিয়ানত।অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন আসিদ হাদরামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; আমি **মাক্কী মাদানী মুস্তফা, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতে শুনেছি: "খুবই বড় খিয়ানতের কথা যে তুমি তোমার ভাইকে কোন কথা বললে, আর সে তোমাকে ঐ কথার সত্য জেনেছে অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলছো।"

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফিল মায়ারিদ, ৪/৩৮১, হাদীস- ৪৯৭১)

এমনি ভাবে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ক্রেতা বিক্রেতা যতক্ষন পর্যন্ত বেঁচা কেনা সম্পূর্ণ করে না নেয়। তাদের অধিকার রয়েছে, যদি তারা বেঁচা কেনায় সত্য বলে এবং সত্য বর্ণনা করে, তবে ঐ বেঁচা কেনার মধ্যে বরকত ঢেলে দেওয়া হয়। আর যদি তারা গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তবে হয়ত সামান্য লাভ করবে, কিন্তু নিজেদের বেঁচা কেনার বরকত শেষ করে ফেলবে, কেননা মিথ্যা শপথ পন্য তো বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বরকত নিঃশেষ করে দেয়।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুল বুয়ু, বাবু তারগীবুত তিজার ফিচ্চরয, ৪ নং, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন স্বাভাবিক ভাবে মিথ্যা বলা গুনাহ্, তবে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে বেঁচা কেনার কার্যকলাপে বলে তাকে ধোকা দেওয়া কি পরিমান মারাত্মক হবে। শত আফসোস! যে আজকাল খুব বেশী পরিমানে মিথ্যা বলাটাকে পূর্নতা ও উন্নতির চিহ্ন আর সত্যকে নির্বোধ ও উন্নতির পথে বাঁধা মনে করা হচ্ছে। এমন কি অনেক লোক নিজের সম্পদ বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করে না। এমন লোকদের তাদের মনে এই কথাটা ভালভাবে বসিয়ে নেওয়া উচিৎ যে, **আল্লাহ্ তাআলা** যা রিযিক ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন তাই পাবে। না সত্য বলাতে আপনার রিযিকের অংশে ঘাটতি আসবে এবং না মিথ্যা বলে আপনি আপনার রিযিকের অংশ অতিরিক্ত বাড়াতে পারবেন। অবশ্যই মিথ্যা বলাটা অনেক বড় বরকতহীন ও জীবিকার জন্য ধ্বংসের কারণ। মিথ্যুক ব্যক্তি চাই অনেক সফলতা অর্জন করে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যার বোঝা তাকে বহন করতে হয়ে। অবশ্য দুনিয়াতে হয়তো হবে না, কিন্তু আখিরাতে এই ক্ষতিতো অবশ্যই হবে। আর নিঃসন্দেহে আখিরাতের ক্ষতির চেয়ে মানুষের জন্য আর কোন বড় মুছীবত নেই। হায়! আমরা যদি আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মঙ্গল কামনা ও ভাল ধরনের কার্যকলাপ করি এবং রিযিকের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলার** স্বভাব উপর ভরসা করাটা অভ্যাসে পরিনত করি। আহ্ আজকাল ব্যবসায়িক লেনদেনে জায়গা জায়গায় মিথ্যা ও ধোঁকা দেওয়াটা এই কারনে ব্যাপক হয়ে গেছে যে, লোকেরা প্রকৃত রিযিক দাতা **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ভরসা করাটা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ একজন সফল ব্যবসায়িকে ঐ পবিত্র স্বত্ত্বার উপর ভরসা করার মন মানষিকতা তৈরী করা উচিৎ যিনি জমীনে চলাচলকারী প্রত্যেক প্রাণীর রিযিক তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন।

মে জুট না বলো কভি গালি না নিকালো
আল্লাহ্ মরজ ছে তো গুনাহো কে শিফা কে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফল ব্যবসায়ীর গুনাবলী শুনার পাশাপাশি হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সুন্দর আলোচনাও অব্যহত রয়েছে। **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আশারায়ে মুবাশ্শারার ৬ষ্ঠতম সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে "আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান" বলার ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি: যেমন-

আক্বার "আমার বাবা-মা তোমার জন্য কোরবান" বলা:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আহযাবের যুদ্ধে (৮ই শাওয়াল, যুল কুদাতুল হারাম, ৫ম হিজরী) এর সময়ের মধ্যে আমি এবং হযরত ওমর বিন আবি সালমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মহিলাদের হিফাজতের দায়িত্বে ছিলাম। হঠাৎ আমি আমার পিতা হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দুই বা তিন বার বনু কুরাইযার দিকে আসা যাওয়া করতে দেখেছি। ফিরে আসার সময় আমি এর কারণ জিজ্ঞাস করলে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে আমার পুত্র! আসলেই কি তুমি আমাকে দেখেছ? আমি আরজ করলাম: জ্বি, হ্যাঁ! তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন; **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "বনু কুরাইযার সংবাদ কে আনবে? অতঃপর আমি এই কাজটি সম্পাদন করি এবং যখন ফিরে এসে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হই, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার জন্য নিজের সম্মানীত বাবা মাকে একত্রিত করে ইরশাদ করেন: فِدَاكَ اَبِیْ وَ اُمِّیْ۔ অর্থাৎ হে যুবাইর! তোমার উপর আমার বাবা মা কোরবান।"

(সহীহুল বুখারী, কিতাব ফজায়েলে আসহাবুন্নবী, মনাকিব যুবাইর বিন আওয়াম, হাদীস- ৩৭২০, ২য় খন্ড, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

তুম কো তো গোলা মো ছে হে কুছ এইছি মুহাব্বত
হে তরকে আদব ওয়ারনা কাহে হাম পে ফিদা হো।

(যওকে নাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ব্যবসা বানিজ্যকারী ও আমরা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আমলী ভাবে বিভিন্ন মাদানী কাজের মধ্যে নিজেকে নিজে ব্যস্ত রাখি, যেন নিজেও নেকীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে পারি এবং অন্যান্যদের কাছেও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে জানি না কতো লোকের জীবনের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন এসে গেছে। আসুন! এক ক্রিকেটের শৌখিনের মাদানী বাহার শুনি যে, সে কিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হলো এবং তার সম্পৃক্ত হওয়ার পর কিরূপ বরকত অর্জন হলো। অতঃপর

বন্ধুদের ইনফিরাদী কৌশিশ

বাবুল মদীনা (করাচী) বলদিয়া টাউনে বসবাস রত মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারাংশ হলো, আমার জীবন দিন রাত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বাদে বিভোর ছিল ক্রিকেটের সৌখিন ছিলো। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বাস্তবতা আমার উপর কিছুটা এরূপ প্রকাশিত হলো। ১৯৯৬ সালের কথা, আমার কতিপয় বন্ধু যারা আমার সাথেই খেলতো। তারা মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলো। ফরযানে **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বারা তাদের চরিত্র ও কর্মকান্ডে একটি প্রকাশ্য পার্থক্য দেখা দিলো। খেলা ধূলা থেকে দূরে থেকে মাদানী কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে লাগলো যেখানে তারা নিজেও নামাযের অনুসারী হয়ে গেলো। তেমনিভাবে আমার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে নিজেদের সাথে মসজিদে নিয়ে যেতো, ভাল ভাল কথা শুনতো। একদিন তাদের সাথে নামায আদায় করতে মসজিদে যাওয়া হলো। নামায আদায় করার পরে তারা আমাকে চৌক দরসে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিলো। অতঃপর আমি তা প্রত্যাখান করাটা সঠিক মনে করিনি এবং অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। মসজিদের বাইরে আলোকিত জায়গায় চৌক দরসের ব্যবস্থা করা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লীগ চৌক দরস দিলো। যেটা শুনে খুব ভাল লাগলো। বন্ধদের নেকীর দাওয়াতের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে আমি খুব প্রভাবিত হলাম আমি আমার অন্তরে এক আশ্চর্য ধরণের অবস্থার অনুভব করতে লাগলাম চৌক দরসের বরকতে দাওয়াতে ইসলামীর ভালবাসা অন্তরে গেঁথে গেলো এবং আমি এই পরিবেশের হয়েই গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এটা লিখা পর্যন্ত রূকনে কাবিনার দায়িত্বে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছি।

www.dawateislami.net

ইছি মাহল নে আদনা কো আলা করদিয়া দেখো,
আন্ধিরাহি আন্ধিরা থা উজালা করদিয়া দেখো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সফল ব্যবসায়ীর কিছু গুনাবলী শুনি এবং যে সব ইসলামী ভাইয়েরা ব্যবসায়ীক শাখায় সম্পৃক্ত বিশেষ করে এটাকে আপন করে নেয়ার নিয়্যত ও করে নিন।

পরিশ্রম

স্মরণ রাখবেন! দুনিয়ার কোন কাজই প্রশ্রম ব্যতিত হয় না। কিন্তু ব্যবসা কঠিন পরিশ্রম, দক্ষতা ও সাবধানতা চায় অলস ব্যাক্তি কখনো কোন কাজের মধ্যে সফল হতে পারে না। প্রসিদ্ধ উদাহরণ রয়েছে যে, পরিশ্রম ছাড়া লোকমাও মুখে যায় না। ব্যবসায়ী চাই যতো বড়ই ব্যাক্তি হয়ে যাক না কেন, কিন্তু সকল কাজ যেন চাকরের উপর যেন ছেড়ে না দেয়। কিছু কাজ নিজেও করবে।

উত্তম চরিত্র

ব্যবসায়ীর জন্য এক গুরুত্ব পূর্ণ গুন হলো উত্তম চরিত্রের অনুসারী হওয়া এমনি তো প্রত্যেক মুসলমানদের উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া উচিৎ। কিন্তু ব্যবসায়ীকে বিশেষ করে উত্তম চরিত্রের হওয়া জরুরী। যখন মন্দ স্বভাব ও বদ মেজাজ লোকের প্রতি মানুষ গড়িমসি করে। আর এই ধরনের লোকদের কাছে ক্রেতা একবার গেলে দ্বিতীয়বার যেতে চাই না।

আমানতদারী

ব্যবসায়ীকে নেককার ও আমানতদার হওয়াটা খুবই জরুরী। মন্দ স্বভাব ও অসৎ, হারাম খায় এমন ব্যক্তি ব্যবসার মধ্যে কিভাবে সফল হতে পারে?

www.dawateislami.net

তাড়াহুড়াকারী ও অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী

এমনি ভাবে একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য জরুরী যে, তাড়াহুড়াকারী ও অনভিজ্ঞ না হওয়া, কতিপয় ব্যবসায়ী দোকান ব্যবসা শুরু করার সাথে সাথেই লাখপতি হতে চায়। যদি দুইদিন বেচাকেনা না হয় বা কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ মন খারাপ করে দোকান/ ব্যবসা ছেড়ে দেয়, এমনটি হওয়া উচিৎ নয়।

অনর্থক খরচঃ

অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সামান্য ব্যবসায় অনেক টাকা খরচ করে ফেলে। তার ছোট দোকানে এত খরচ বহন করতে পারে না, অবশেষে অকৃকার্য হয়ে যায়। এই জন্য এমনটি না করা উচিৎ এমনকি অনর্থক খরচ ও অনর্থক অপচয় থেকে বাঁচাটা অবশ্যই জরুরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে চায় এবং এক সর্বোত্তম ও শরয়ী মুসলমান হতে চায়, তবে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময়ের জন্য সম্পৃক্ত হয়ে যান। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করাটা আমল বানিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানের প্রশান্তি সৌভাগ্য হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুদৃঢ় দ্বীনে প্রচার প্রসারের জন্য অসংখ্য বিভাগ মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এই গুলোর মধ্যে একটা বিভাগ হলো "মজলীশে তাজিরান"।

তাজিরান মজলিশ

ইসলামের আনুগত্যকারীদের জন্য ব্যবসার বড় স্পষ্ট নিময় কানুন দান করেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশতঃ ইলম থেকে দূরবর্তী ও দুনিয়ার চাকচিক্য বর্তমানের মুসলমানদের ঐ সোনালী নিয়ম কানুনের উপর আমল থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

www.dawateislami.net

এই কথার প্রয়োজন ছিলো, কেউ কোন ঐসব ব্যবসায়ীদের মাঝে ইসলামের বাস্তব রূহ ফুঁকে দেয়। অতঃপর তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক বিভাগের নাম "মজলীশে তাজিরান" এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেটার কাজ হচ্ছে; ব্যবসায়ীক শাখায় সম্পৃক্ত লোকদের ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষায় আলোকিত করা। এর মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তাকে ব্যাপক করা এবং তাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মধ্যে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য; **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **"** অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মনমানসিকতা দেওয়া। এই মাদানী উদ্দেশ্য অর্জন ও বাজারের মধ্যে মাদানী পরিবেশ তৈরীর জন্য মসজিদ বা কোন উপযুক্ত জায়গায় মাদানী মারকায প্রদত্ত অনুসারে মাদানী দরস অর্থাৎ ফয়যানে সুন্নাত এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অন্যান্য রিসালা থেকে দরস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

আল্লাহ্ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ব্যবসার আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনি ভাবে সফল ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক নিয়ম কানুন ও আদব সম্পর্কে জানাটা খুবই জরুরী। ঐগুলোর মধ্যে থেকে অনেক আদব এমন যে, যেগুলোর উপর আমল করাটা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর জন্য আবশ্যক। তাই আসুন! মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর "সীরাতুর জিনান" ২য় খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠায় ব্যবসা সংক্রান্ত আরো কিছু আদব শুনি, যেন ব্যবসার মধ্যে কোন ধরণের শরয়ী ভুল করে **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি ও কল্যাণ এবং বরকত থেকে বঞ্চিত যেন না হই।

www.dawateislami.net

(১) ব্যবসায়ীর উচিৎ, সে প্রতিদিন সকালে ভাল নিয়্যত অন্তরে তাজা করবে, বাজারে এই জন্য যাচ্ছি যে, যাতে হালাল রুজি অর্জন করে নিজের পরিবারের ভরণ পোষণ করতে পারি এবং তারা যেন সৃষ্টির কাছে অমুখাপেক্ষী হয়। আর আমার এত অবসর হয়ে যায় যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করতে থাকবো এবং আখিরাতের পথে চলতে থাকবো। এমনকি এটাও নিয়্যত করবে যে, আমি মানুষের সাথে নম্রতা, একনিষ্ঠতা ও আমানতদারী তা অবলম্বন করবো, নেকীর হুকুম দিবো, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবো এবং খিয়ানত করা থেকে দূরত্ব বজায় রাখবো।

(২) ব্যবসায়ী যেন আসল ও জাল নোট চেনার পদ্ধতি শিখে এবং না নিজে জাল নোট নিবে, না অন্য কাউকে দিবে। যাতে মুসলমানদের হক নষ্ট না হয়।

(৩) যদি কেউ জাল নোট দিয়ে দেয় (এবং যে দিয়েছে তার যদি পরিচয় পাওয়া না যায়) তবে সেটা অন্য কাউকে দেওয়াটা উচিৎ নয়। আর যদি যে দিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তার থেকে আসল টাকা নিয়ে তাকে ঐ জাল নোট দেওয়া উচিৎ হবে না। বরং ছিড়ে ফেলে দিবে যাতে অন্য কাউকে ধোকা দিতে না পারে।

(৪) নিজের মালের সীমার চেয়ে অধিক প্রশংসা করবে না। কেননা, এটা মিথ্যা ও প্রতারণা। আর যদি ক্রেতার এই মাল সম্পর্কে পূর্বেই জানা থাকে তবে তার জায়েয ও সঠিক প্রশংসা যেন না করে। কেননা, এটা অনর্থক।

(৫) যদি নিজের কাছে অবস্থিত সঠিক মালের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা দিলো, তবে তা ক্রেতার কাছে লুকাবে না। অন্যতায় জালিম ও গুনাহগার হবে।

(৬) ওজন ও পরিমাপে ধোকা দিবে না বরং পুরোটা তুলবে এবং পুরো মাপবে।

(৭) আসল দাম গোপন করে কোন ব্যক্তিকে দামের মধ্যে ধোকা না দেওয়া উচিৎ।

(৮) অতিরিক্ত লাভে নিবে না, যদিও ক্রেতা কোন অক্ষমতার কারণে ঐ অতিরিক্তের উপর রাজী হয়।

(৯) গরীবদের মাল অধিক দাম দিয়ে কিনুন। যাতে তারও খুশী সৌভাগ্য হয়। যেমনি বাবে বিবাহ সূত্র এবং ঐ ফসল যা গরীবদের হাতে পুনরায় এসেছে। কেননা, এই ধরণের গোপন সদকায় অধিক ফযীলত রয়েছে।

www.dawateislami.net

(১০) ঋণ হয়ে গেলে সে চাওয়ার পূর্বেই আদায করে দাও এবং তাকে নিজের কাছে দেওয়ার পরিবর্তে তার কাছে গিয়ে দিয়ে দাও।

(১১) দুনিয়ার বাজার তাকে আখিরাতের বাজার থেকে বাধা যেন না করে। আর আখিরাতের বাজার হলো মসজিদ।

(১২) বাজারের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাতে থাকার চেষ্টা না করে।

(কিমিয়ায়ে সাদাত, রুকনে দোম দর মুয়ামালাত, আসলে সুওম, আদাবে কসব, ১/৩২৬-৩৪০)

মুঝে মাল ও দৌলত কি আফাত নে ঘেরা,
বাচা ইয়া ইলাহী! বাচা ইয়া ইলাহী!
নাদে জাহঁ ও হাশমত না দৌলত কি কাসরত,
গাদায়ে মদীনা বানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পেশা, সেটা যাই হোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত এই মাদানী ফুল প্রকৃতপক্ষে রিযিকের মধ্যে বরকত এবং দেশ ও সম্প্রদায়ের উন্নতীর বড় ব্যবস্থা পত্র। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আমলী জীবনের প্রত্যেক ময়দানে ঐ সৌন্দর্য্য সমূহকে নিজের কর্মকাণ্ডের অংশ বানিয়ে নিয়েছে। ঐসব মোবারক বুযুর্গদের মনে জীবনের সুখের বোধগম্যতা কখনো এটা ছিলো না যে, দেশ ও সম্প্রদায় যতই নোংড়া হোক, মুসলমান ভাই খারাপ অবস্থার স্বীকার হোক। কিন্তু আমার সম্পদ অবস্থা ভাল হওযা চাই আমার ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পদের মধ্যে বৃদ্ধি হওয়া চাই। জায়িয ও নাজায়িয পদ্ধতিতে অন্য মুসলমানকে নিঃস্ব করে তার সম্পদকে নিজের সম্পত্তির মূল ভিত্তি করা। তাদের অন্তরে কখনো এই ইচ্ছা ছিলো না। কেননা, ঐসব পবিত্র আত্মা সমূহ আজকের ব্যবসায়ীদের সৎ "পেশা, সেটা যাই হোক" এর বক্তা ছিলেন না। বরং তারা নিজের মুসলমান ভাইয়ের প্রকৃত কল্যাণ করতেন এবং তাদের ক্ষতি নিজের ক্ষতি মনে করতেন। এই জন্য আমাদেরও ব্যবসা করার সময় বুযুর্গদের আমল অনুসারে এবং

www.dawateislami.net

প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদকে সামনে রেখে নিজের ভিতর সমস্ত মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষীর উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত করা উচিৎ।

মেরা দিল পাক হো সরকার দুনিয়া কি মুহাব্বত ছে,
মুঝে হো জায়ে নাফরাত কাশ! আক্বা মাল ও দৌলত ছে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ব্যবসা সম্পর্কে আরো অধিক জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "আসলাফ কা আন্দাজে তিজারত" অধ্যয়ন করুন। এই রিসালাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে ফ্রি পড়া যাবে ডাউনলোড ও প্রিন্ট আউটও করা যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল মাদানী চ্যানেল-এ "আহকামে তিজারত" এর অনুষ্ঠান দেখানো হয়। ব্যবসার শরয়ী আহকাম শিখার জন্য এটা একটা সর্বোত্তম ধারাবাহিকতা, এখানে ইসলামীক ব্যবসার নিয়ম শিখানোটা দেখানো হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ "চৌক দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের একটি মাদানী উদ্দেশ্য দিয়েছেন: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" এই জন্য নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে খুব বড় ছোট অংশগ্রহণকারী হয়ে যান। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ "চৌক দরস" দেওয়া। চৌক দরসের বরকতে না শুধু নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সাওয়াব পাওয়া যায়, বরং ইলমে দ্বীন অর্জনের সুযোগও হয়। আর ইলমে দ্বীন অর্জনের অনেক বরকত রয়েছে। হাদীসে পাকের মধ্যে ইলম অর্জন ও তা প্রসারকারীকে দানশীল বলা হয়েছে।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি দানশীল সম্পর্কে সংবাদ দেব না?" তারপর ইরশাদ করলেন: " **আল্লাহ্ তাআলাই** সবচেয়ে বেশি দানশীল আর আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং আমার পরে সবচেয়ে বেশি দানশীল ঐ ব্যক্তি, যে ইলম অর্জন করলো এবং নিজ ইলমের বিস্তৃত করলো। তাকে কিয়ামতের দিন এক উম্মতের ভিত্তিতে উঠানো হবে, আর দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে নিজে ওয়াকফ করে দেয়। এমনকি তাকে যদি শহীদও করে দেওয়া হয়।" (আবু ইয়ালা, মসনদ আনাস ইবনে মালিক, ৩য় খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, নং- ২৭৮২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ব্যাপারে আরো কিছু ফযীলত শুনি:

- **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক নবীর কোন না কোন একনিষ্ঠ বন্ধু থাকে, আর যুবাইর আমার একনিষ্ঠ সঙ্গী এবং আমার ফুফীর ছেলে।"

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, যিকিরে মান ইসমুহু যুবাইর বিন আওয়াম, ১৮তম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

- **আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে যুবাইর! এ হলো জিব্রাইল, আর তোমাকে সালাম বলছে এবং বলছে যে, আমি কিয়ামতের দিন তোমার সাথে থাকবো। এমনকি জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তোমার নিকটে আসতে দেবো না।"

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, যিকিরে মান ইসমুহু যুবাইর বিন আওয়াম, ১৮তম খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা)

- **সুলতানে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তালহা এবং যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবে।"

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, যিকিরে মান ইসমুহু যুবাইর বিন আওয়াম, ১৮তম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

- হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইসলামের স্তম্ভ সমূহ থেকে একটি স্তম্ভ।

(আর রিয়াদুল নাদরা, আর বাবুস সাদিস, আল ফসলুস সামিন ফি যিকরে শাহাদাতু ওমর, ২য় খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❖ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ঐসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের আলোচনা কোরআনে পাকে রয়েছে। তারা ঐসব লোক যারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হুকুমের উপর লব্বাইক বলেছেন।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, যিকিরে মান ইসমুহু যুবাইর বিন আওয়াম, ১৮তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা এক সফল ব্যবসায়ী হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উত্তম আলোচনা শুনলাম। আজ আমরা শুনলাম যে সফল ব্যবসায়ী সে, যে ভালো ভালো নিয়্যতে ব্যবসা করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে হালাল ও জায়েয পদ্ধতিতে ব্যবসা করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে ব্যবসার শরয়ী নিয়মনীতি শিখে এবং তার উপর আমল করে। সফল ব্যবস্যয়ী সে, যে তার ছোট বাচ্চা ও বয়স্ক মা-বাবার জন্য ব্যবসা করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে মিথ্যুক নয়, সত্যবাদি। সফল ব্যবসায়ী সে, যার ব্যবসা তাকে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। সফল ব্যবসায়ী সে, যে জায়েয ব্যবসা জায়েয পদ্ধতিতে গ্রহণ করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে ওয়াদা সম্পূর্ণ করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে জিনিস ক্রয় করার সময় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দোষ-ত্রুটি বের করে না। সফল ব্যবসায়ী সে, যে বিক্রয় করার সময় মালের অযথা প্রশংসা করে না। সফল ব্যবসায়ী সে, যে আদায় করতে অলসতা করে না। সফল ব্যবসায়ী সে, যে পরিশ্রমী, অলস নয়। সফল ব্যবসায়ী সে, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সফল ব্যবসায়ী সে, যে তাড়াহুড়োকারী নয়। সফল ব্যবসায়ী সে, যে মাল বিক্রির সময় নিজের মালের ত্রুটি নিজেই প্রকাশ করে দেয়। সফল ব্যবসায়ী সে, যে ওজন ও পরিমাপে কমতি করে না। সফল ব্যবসায়ী সে, যে নেকীর আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে জাল নোট দেয় না, জাল নোট নেয়। আর যদি কেউ তাকে দেয়, তবে জাল নোট ছিড়ে ফেলে দেয়।

www.dawateislami.net

সফল ব্যবসায়ী সে, যে গরীবদের কাছে স্বস্তা দামে বিক্রয় করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যে ঋণ হয়ে গেলে সে চাওয়ার আগে তার ঋণ ডেকে দেয় না বরং গিয়ে পরিশোধ করে। সফল ব্যবসায়ী সে, যাকে দুনিয়ার বাজার আখিরাতের বাজার (অর্থাৎ মসজিদ) থেকে বাধা দেয় না। সফল ব্যবসায়ী সে, যে মালের বান্দা নয়, বরং **আল্লাহ্ তাআলার** অনুগত বান্দা এবং **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার গোলাম। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টিময় জীবন ও তাঁর সন্তুষ্টিময় মৃত্যু দান করুন। আমাদের উপর সব সময়ের জন্য রাজি হয়ে যান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সফলকামী হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে পাকের আদবের ব্যাপারে বিভিন্ন মাদানী ফুল

{১} পবিত্র কুরআনকে জুযদান ও গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখাই আদব। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِين এর যুগ থেকেই মুসলমানরা এ আমলটি করছেন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১৩৯ পৃষ্ঠা) {২} পবিত্র কুরআন শরীফের আদবগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে: কুরআন শরীফের দিকে যেন পিঠ না দেওয়া হয়, পা প্রসারিত করা না হয়, পা কুরআন শরীফ থেকে উপরে তুলবেন না, নিজে উঁচু স্থানে কুরআন শরীফ নিচু স্থানে এরকমও রাখবেন না। (প্রাগুপ্ত) {৩} কোন ব্যক্তি কেবল খাইর-বরকতের উদ্দেশ্যে ঘরে পবিত্র কুরআন এনে রেখেছে, কিন্তু তিলাওয়াত করে না। তবে গুনাহ হবে না। বরং তার এই নিয়্যতের জন্য সাওয়াব পাবে।

(ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ২য় খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

{৪} অমনোযোগী অবস্থায় পবিত্র কুরআন শরীফ যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে কিংবা তাক ইত্যাদি থেকে নিচে তাশরিফ নিয়ে যায় (অর্থাৎ পড়ে যায়), কোন গুনাহ হবে না, কাফফারাও দিতে হবে না। {৫} বে-আদবীর নিয়্যতে কেউ যদি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (আল্লাহর পানাহ) পবিত্র কুরআনকে মাটিতে ছুঁড়ে মারে কিংবা ঘৃনা করে সেটিতে পা রাখে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। {৬} কেউ যদি পবিত্র কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে কিংবা তার উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা বা কসমের শব্দ উচ্চারণ করে কোন কথা বলে, তাহলে সেটি অত্যন্ত **"মজবুত কসম"** হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞা বা কসমের শব্দ না বলে কেবল কুরআন করীম হাতে নিয়ে কিংবা সেটিতে হাত রেখে কথা বললে কসমও হবে না, তার কোন কাফফারাও দিতে হবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩তম খন্ড, ৫৭৪-৫৭৫ পৃষ্ঠা) {৭} যদি মসজিদে অনেক কুরআন শরীফ জমে গেল। সবগুলো ব্যবহারে আসছে না। থাকতে থাকতে সেগুলো জীর্ণ শীর্ন হয়ে গেছে। তবুও সেগুলো বিক্রি করে সেই টাকা মসজিদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য এমন অবস্থায় এসব কুরআন শরীফ অন্য কোন মসজিদে বা মাদরাসায় রেখে দেওয়ার জন্য বন্টন করা যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

ম্যায় আদব কোরআন কা হার হাল করতা রহো,
হার ঘড়ি এ্যয় মেরে মাওলা তুঝ ছে মে ডরতা হোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net